দৈনিক খবর

তারিখ ... ..06 JUL 1991

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শুভ বুদ্ধির উদয় হোক

জগন্নাথ কলেজে আবারও অস্ত্রের ঝনঝনানি। আবারও দু'টি ছাত্র সংগঠন বন্দুক হাতে একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে। কলেজের একটি ছাত্রাবাসের দখলকে কেন্দ্র করে গত বুধবার তারা এই কুরুক্ষেত্র বাঁধায়। আমাদের রিপোর্টার জানান, মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে দুই পক্ষের মধ্যে সূচিত সশস্ত্র লড়াই বুধবার বিকেল ৬টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দীর্ঘ ১৫ ঘন্টাব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতে উভয় পক্ষ কাটা রাইফেল, স্টেনগান, পিস্তল, রিভলবার, বন্দুক, বোমা ইত্যাদি মারণাস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে পথচারী, রিকশাচালক এবং বসবাসকারীসহ অর্ধ শতাধিক লোক আহত হয়েছে, যাদের অনেকের অবস্থাই আশংকাজনক।

কথিত সংঘাত সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে এ ধারণাই হয় যে, বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে সামান্য সংঘর্ষ বা মামুলী সংঘাতে লিপ্ত হয়নি, তারা রীতিমত বন্দুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ছোটখাটো রণাঙ্গনে সাধারণতঃ যে সমস্ত সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয় উপরোক্ত ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া ছাত্রাবাসের দখল নিয়ে এই সশস্ত্র সংঘাতের সূত্রপাত হলেও শেষাবধি কলেজ আঙ্গিনা পর্যন্তই এই সংঘাত সীমাবদ্ধ থাকেনি সেদিন। আশপাশের এলাকাতেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, কলেজের ভবন ছাড়াও তারা আশপাশের বিভিন্ন ভবনে আশ্রয় নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে গুলী ও বোমা ছুঁড়েছে।

জগন্নাথ কলেজে ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা যে এবারই প্রথম তা নয়, এর আগেও ছাত্ররা একাধিকবার মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। গত ১৫ই জুন একই কায়দায় দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের পরিণতিতে দু'জন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এরা দু'জনই পৃথক দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মী। উক্ত সংঘর্ষে আরো কয়েকজন আহত হয়েছিলো। তাদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই আবারও জগন্নাথ কলেজে অস্ত্র ঝনঝনিয়ে উঠলো। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এই অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হবে বলা মুশকিল। কেননা পুলিশ সবসময় থাকবে না। তাছাড়া এটাও ঠিক যে, পুলিশ দিয়ে আর যাই হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি এবং সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো ছাত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমঝোতা। ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য যতই থাক, ছাত্রদের সার্বিক স্বার্থ তথা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তারা যদি একে অপরের সহমর্মী হয়ে কাজ না করে তা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তির পরিবেশ আশা করা যায় না।

জগন্নাথ কলেজে ছাত্রদের মধ্যে সংঘটিত এই সশস্ত্র সংঘাত অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা। গত ১৫ই জুনের নৃশংস ঘটনায়ও আমরা নিন্দা প্রকাশ করেছি। দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষের খবরেও আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এসব সংঘর্ষ কে বাঁধায় বা কারা অস্ত্র শাণিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায় সে বিষয়ে আমরা কোন মন্তব্য করবো না। আমরা এককভাবে কোন ছাত্র বা বিশেষ কোন ছাত্র সংগঠনকে এজন্য দায়ী করতে চাই না। আমরা সকল ছাত্রকেই সমান বলে জানি। আর তা জানি বলেই গোটা ছাত্র সমাজকেই আমরা তাদের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাই, সংকীর্ণতা বা হীনমন্যতাকে লালন করে যেমন ছাত্র জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি এ ধরনের মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়।

আমরা জানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর অবস্থা শুধু জগন্নাথ কলেজ বা এ রকম দু'একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আজ আর সীমাবদ্ধ নেই। এ রকম সংঘাতমূলক রক্তক্ষয়ী ঘটনা প্রায়ই দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটছে। এমনকি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা গর্ব করি সেগুলোও সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে মুক্ত নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সংঘাত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের কালো থাবা বিস্তার করে আছে দীর্ঘদিন ধরেই। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও কম-বেশী সন্ত্রাসের শিকার। অথচ উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা কতই না গর্ব করে থাকি। কিন্তু আমাদের সেই গর্ব বার বার চূর্ণ করে দিচ্ছে ছাত্র সংঘর্ষের একেকটি ঘটনা। আজ বলতে গেলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে সন্ত্রাসের কালো ছায়া বিরাজমান নয়। এমনকি বিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। যে কারণে শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে গোটা জাতিই আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং যেহেতু শিক্ষার সাথে জাতির ভবিষ্যৎও অনেকাংশে জড়িত, সেজন্য জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নিরুদ্বিগ্ন থাকার অবকাশ নেই।

দেশ ও দশের স্বার্থেই আমাদের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য যে শুধু ছাত্রদেরই সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে তা নয়, সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকেও ত্যাগ, ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিতে হবে। কেননা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ব তারাও এড়াতে পারেন না। প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি তাদের স্ব স্ব ছাত্র সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়- তা হলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হবে। অবশ্য এর পাশাপাশি সরকারকেও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারকারীদের কঠোর হস্তে দমনের জন্যে আইনের বাঁধনকে আরও শক্ত করতে হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।